লৌকিক ছড়া প্রসঙ্গে

ড. মন্টু বিশ্বাস

সৃষ্টির প্রত্যুষ লগ্নে আদিম যাযাবর মানুষ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে আপন মনের সহজ টানে যেখানে যেভাবে খুশী বিচরণ করেছে, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং পাশাপাশি মানসভাবনার প্রকাশও ঘটিয়েছে আপন ভোলা খেয়ালে। সময়ের ধীর বিবর্তনে একদিন সেই মানুষ-ই জীবনের প্রয়োজনে একত্রিত, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে—গড়ে তুলেছে সংঘবদ্ধ সমষ্টি জীবন। এরই সঙ্গে তাদের জীবনাচরণের রীতিও গেল পাল্টে, সংস্কৃতির রূপ পেল নতুন অভিধা—জন্ম নিল লোকসংস্কৃতি। সেই লোকসমাজ তাদের জীবনের প্রয়োজনে—শিকার পাওয়ার আনন্দে, দেবতাকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে, কূলগুরুকে স্তুতি করতে তাদের আত্মিক ভাবকে প্রকাশ করেছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ধ্বনি সমষ্টি যোগে। এই থেকেই পরবর্তীকালে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ গুলির সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে খানিক ছন্দময়, খানিক অতিলৌকিক বিষয়কে বশে আনার ভাবনা ঋদ্ধ, খানিক মনের গোপনকক্ষে লুকিয়ে থাকা খুশির ঝলক, খানিক দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র বিষয়পূর্ণ, কিছুবা আবার নিতান্তই আবেগ স্নেহজাত ভাবনা-প্রকাশক ধ্বনিগুলির সমন্বয়কেই ছড়া হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। উৎসের কালগত পরিধি বিচারে ছড়াকে তাই প্রাচীনতম রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। লৌকিক ছড়ার এই উৎসগত দিকটি স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয়ের একটি উক্তিতে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে 'লৌকিক ছড়ার স্বরূপ সন্ধান' অংশে লিখেছেন—

"কালগতভাবে বিচার করলে, ছড়াকে সম্ভবত মানুষের অদিমতম সাহিত্য-প্রয়াসগুলির একটি বলেই ধার্য করতে হয়। সভ্যতার প্রদোষ লগ্নে আমাদের প্রাচীন পিতামহরা যখন বহুবিচিত্র দেবতাদের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করতেন ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে, তখন থেকেই ছড়ার উৎসারণের পথও খুলে যায়। অর্থাৎ আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনের ছড়ায় পরিণতি লাভ করেছে। কালক্রমে তার অন্তর্লীন ধর্মবিশ্বাসের ভাবানুষঙ্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত; সেই জায়গায় পারিবারিক বা সামাজিক কিছু কিছু অনুভূতি বক্তব্যের মাধ্যমে গাঢ়বদ্ধভাবে সঞ্চিত হয়েছে ছড়ার ভিতরে।" এখানে অবশ্য ছড়াকে মন্ত্রের বিবর্তিত রূপ হিসাবে দেখা হয়েছে কিন্তু মন্ত্র অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সচেতন লোকমানসের সৃষ্টি বলে মনে হয়। সেদিক থেকে ছড়াকেই প্রাচীনতরের শিরোপা দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বিদেশী সমালোচকের একটি বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে—"The popular rhyme is a striking, example of the poetic primitive, going back in its construction and psychological essence almost to the primitive achaic times....." প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী জানিয়েছে 'আদিমযুগে মানুষ যখন ছিল শিশুর মত সহজ, তখন সৃষ্টি হয়েছিল ছড়া। কিন্তু মন্ত্র অপেক্ষাকৃত জটিল মানসিকতা থেকে উদ্ভূত।' আন্তর্জাতিক রূপে স্বীকৃ লোকসংস্কৃতি অভিধান—Standdard Dictionary of Folklore Mythology and Legend-এ সমালোচক Bloomfield জানিয়েছেন—

Scanned with CamScanner

"The fresher the vision, when the world was young, so much kneer was the interest in the phenomena of nature, in the phenomena of life and in the simple institution which surrounded man. All harmonies and fitness, all diserepancies and inconsistencies attract the notice of children and the children-like man."

যাইহোক ছড়া যখন তার আদিম অভিমুখ থেকে বেরিয়ে সমস্ত লোকসমাজে বিস্তার লাভ করেছে তখন আদিম ভাবনা কিছু কিছু এর অবয়ব থেকে লোপ পেলেও বেশ কিছু নতুন আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিষয় এর সঙ্গে যুক্তও হয়েছিল যদিও এর প্রয়োগ কর্তা হিসেবে মূলত শিশু ও নারীরাই প্রাধান্য পেয়েছে, অন্তত বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আমরা সেকথা বলতে পারি। কারণ অসংলগ্নতা ও আবেগ এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ওই দুই প্রয়োগকর্তার সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিচিত, যা ছড়ারও অন্তর্কাঠামোয় লক্ষিত হয়।

লোকসাহিত্যের আদিম প্রকাশরূপ এই ছড়া বলতে আমরা এককথায় ঠিক কি বুঝি, এর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যই বা কি? এই জাতীয় প্রশ্ন আমাদের মনে আসাটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু মুশকিল হল এককথায় এবং নিঃসংশয়ভাবে নির্দিষ্ট করে এর কোন সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভবত নয়, সমীচীন ও নয়। কারণ লোকমানসের নিজস্ব ভাবনা-সম্পদকে বাইরে থেকে পরিমাপ করে আমরা সিদ্ধান্ত জানাতে পারি না। তথাপি এ সম্পর্কে যদি প্রয়োজনের তাগিদে সিদ্ধান্ত করতেই হয় তাহলে সবথেকে নিরাপদ উপায় হল নানামুনির নানা মতকে গুরুত্ব দিয়ে এর বিচিত্র বিষয়গুলিকে যতটা পারা যায় একত্রিত করে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করা। ছড়ার সংজ্ঞা, স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণের লক্ষ্যে আমরা সেই পথে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই ছড়া সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে পারি—

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ছড়ার আলোচনায় বলেছেন—"ছড়া হল বঙ্গীয় লোকসাধারণের সর্বপ্রকার প্রকাশভঙ্গির একটি সর্বজন স্বীকৃত চিরায়ত ভঙ্গি; সেটিকে নারী ও পুরুষ আপনাপন প্রয়োজন গ্রহণ করেছে।"

লোকসংস্কৃতিবিদ্ অধ্যাপক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী ছড়ার সংজ্ঞায় লিখেছেন—"ব্যষ্টি রচিত হয়েও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছন্দবদ্ধ পদসমূহ যা নাকি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপে পরিচিত অর্জন করে, যেখানে ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই মুখ্য, মূলতঃ শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য যা মুখে মুখে রচিত এবং মূলও নারীকর্তৃক ব্যবহৃত, তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।"

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

" প্রত্যেক দেশের লোকসাহিত্যেরই ছড়া একটি বিশিষ্ট অংশ। ইহার অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিচয় এত সুস্পষ্ট যে, ইহা অতিসহজেই লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়। ইহার অন্তরগত পরিচয় সম্পর্কে একটি কথা সহজেই বলিতে পারা যায় যে, ইহা সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয় সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায় যে, ইহার শিল্প রূপও ব্যক্তি কিংবা সমাজের কোন সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি বলিয়া কদাচ ভুল হইতে পারে না। লোকসাহিত্যের গোষ্ঠীগত রচনা (communal authorship) সম্পর্কে যে দাবি উপস্থিত

Scanned with CamScanner

করা হইয়া থাকে, তাহা ছড়ার মত আর কোন বিষয়ের উপর এত নিঃসন্দিগ্নভাবে প্রযোজ্য হইতে পারেনা। ভাবের দিক দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবলমাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইঙ্গিতমাত্র আছে, রূপের ভিতর দিয়াও ইহার তেমনই অপরিণতি রহিয়াছে, অথচ ইহার এমনই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অস্ফুটতা, কিংবা রূপের দিক দিয়া ইহার অপরিণতি ইহার রসগ্রাহীকে আঘাত করেনা। কারণ ইহা যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশী, মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় বড়; অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের সৃষ্টি গ্রহণ করিতে কেহ বাধা বোধ করেনা।"

ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"ছড়াকে আমি মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলা-বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ বিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানব-জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্যসাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুশষ্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়া গুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভাবহীনতা, অর্থবন্ধশূন্যতা এবং বৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে.....।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার আলোচনায় মন্তব্য করেছেন—

"ছড়াগুলি এমন জিনিস যে, তাদের যেভাবেই সাজাও তা থেকে একটা না একটা রস পাওয়া যায়, সুতরাং ছড়ানো অবস্থাতেই ওগুলো হয়তো রাখাই ঠিক, শুধু মাঝে নেড়েচেড়ে দেখা, নানারকম আলোতে ধরে।"

লোকশ্রুতিবিদ অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলামের মতে—

".....ছড়া সৃষ্টিতে শিশুরা যেমন উপলক্ষ তেমনি ছড়া সাহিত্যের লালনে কিশোরদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিশু যেমন প্রাচীনতম, তেমনি নতুন। ছড়াও ঠিক তেমনি। ছন্দ, গান ও সুরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সহজাত বলেই তা আদি কাল থেকেই ভাষার মাধ্যমে অভিব্যক্তি খুঁজেছে। ছড়া এই আকর্ষণের ফসল। শিশুসন্তানকে ঘুম পাড়ানোয় জন্য মা যখন ছন্দে ছন্দে সহজ সরলবাক্যের ক্ষুদ্রমালা গাঁথেন, তা ছাড়া হয়.....ছড়া প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে হতে পারে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে হতে পারে, প্রেম-মিলন, বিরহ.....ঋতু পরিবর্তন বিষয়ক হতে পারে, খেলাধূলা সম্পর্কে হতে পারে, কৃষিকর্মের সহায়ক হিসেবে ছড়া সৃষ্টি হতে পারে—অতএব বিষয়বৈচিত্র্যে ছড়ার পরিধিকে খুব খাটো করে দেখা চলে না। কোন কোন সময় ছড়ার ছন্দও বাক্য বিন্যস্ত হয় কেবল মিল দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের জন্য, অর্থ খুঁজতে গেলে তা অর্থহীন মনে হতে পারে.....।"

লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিতদের আলোচনা থেকে আমরা ছড়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাদান চয়ন করে আমাদের আলোচনাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারি। প্রথমেই লৌকিক ছড়ার সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে, সামগ্রিক লোকমানসের আদিম জীবনের সংঘবদ্ধ উৎসভূমি থেকে জাত, আকৃতিতে হ্রস্ব, সামাজিক

জীবনচারণের বিচিত্র বিষয় সমৃদ্ধ, ভাবের দিক থেকে অনেকটা অসংলগ্ন, চিত্ররূপময় শিশুমনোরঞ্জনক্ষম ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি বা শব্দগত দিক থেকেও তাৎপর্যময় সেই প্রকার মৌখিক ঐতিহ্যঋদ্ধ প্রকরণ হল ছড়া।

উক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে যাই ছড়ার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সূত্র। আমরা সেগুলিকে সাজিয়ে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

১। ছড়া লোকসাহিত্যের আদিমতম রচনা।

২। ছড়ায় সাধারণত ধর্ম-আচার-সংস্কারের অভিক্ষেপ তেমনভাবে ঘটে না।

৩। ছড়ার মধ্যে কিছুটা অসংলগ্নতা লক্ষিত হয়।

৪। আকৃতি ও পংক্তির হ্রস্বতা ছড়ার একটি বিশেষ লক্ষণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

৫। ছড়ার মধ্যে এক বিশেষ ছন্দোস্পন্দন এর রসাস্বাদনকে বাড়িয়ে তোলে।

৬। অসংলগ্নতার সঙ্গে সমাগ্রিকতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ছড়ার মূল জীবনী শক্তি বলে গণ্য হয়।

৭। প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের পাশাপাশি কাল্পনিক অবাস্তব বিষয় ছড়ায় প্রতিফলিত হয়।

৮। ছড়াগুলি শিশু মনোরঞ্জনের বিশেষ সহায়ক।

৯। অনেক সময় ছড়ার মধ্যে সমাজ-ইতিহাসের ছায়া প্রত্যক্ষ করা যায়।

১০। পাঠান্তর বা যেমন খুশি রূপ ধরা ছড়ার এক সহজাত বৈশিষ্ট্য।

১১। ছড়ার প্রয়োগকর্তা হিসাবে শিশু ও নারীদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

১২। স্থান-কালের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছড়ার মধ্যে লক্ষিত হয় এক সর্বকালীন বিশ্বজনীন রূপ।

১৩। ছড়া মাত্রই চিত্ররূপময়, বিচিত্রভাবের ও বিষয়ের ধ্বনিময় প্রকাশ।

১৪। আবৃত্তির পাশাপাশি ছড়া গান করারও উপযোগী আঙ্গিকযুক্ত।

১৫। ভাষাগত দিক থেকে ছড়ায় অপিনিহিতির প্রয়োগ, স্বরভক্তির প্রয়োগ, যুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহারের ঝোঁক, অনুকার শব্দের প্রয়োগ, শব্দদ্বৈতের ব্যবহার, সমাসের ব্যবহার, নামধাতুর ব্যবহার, বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ, রূপক-যমক-নানা অলংকারের প্রয়োগ প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

এতক্ষণ আমরা ছড়ার উৎস-সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পেলাম তার মধ্যে পরিধি ও গুরুত্বের নিরিখে ছড়ার বিষয় বিভাজন এবং ছড়ার ছন্দ-অলংকার-চিত্রকল্পের দিকগুলি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ লোকসাহিত্য হোক আর শিশু সাহিত্যই হোক তার Content এবং Form সবসময় রসাবেদন সৃষ্টিতে মূল ভূমিকা পালন করে।

প্রথমেই আমরা ছড়ার বিষয়গত দিক ও তার শ্রেণী বিভাজনের দিকটি আলোচনা করতে পারি। লোকসাহিত্যের যে কোন প্রকরণের মতই ছড়ার মধ্যেও আমরা আমাদের জীবন ইতিহাসের সমস্ত দিকের প্রতিরূপ খুঁজে পাই। ছেলেকে ভুলাতে গেলে মা কে সেই পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবন পরিবেশ থেকে উপমা চয়ন করতে হয়, বিষয় নির্বাচন করতে হয়; আর শিশুরা তো স্বভাবগত ভাবেই অনুকরণের মধ্য দিয়ে বাস্তব পারিপার্শ্বিককে তার মনের আঙিনায় স্থায়ী রূপে বসিয়ে নেয়। সেদিক থেকে ছড়া প্রকৃত পক্ষেই আমাদের গোটাজীবনের টুকরো ছবি। ছড়ার এই ব্যাপক পরিধিকে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ বিভিন্নভাবে দেখেছেন। সেই সমস্ত

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে যে ছড়া হল হরগৌরী বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, কেউ বলেছেন ছড়া হল শিশুকেন্দ্রিক ও বয়স্ককেন্দ্রিক, কারো মতে ছড়ার বিষয়গত বর্গীকরণ হল নিম্নরূপ—

ক। ঘুমপাড়ানি ছড়া।
খ। ছেলে ভুলানো ছড়া।
গ। খেলাধূলা কেন্দ্রিক ছড়া।
ঘ। কন্যাবিষয়ক ছড়া।
ঙ। পরিবার কেন্দ্রিক ছড়া।
চ। প্রাকৃত জনাৎ বিষয়ক।
ছ। অতিপ্রাকৃত জগৎ সম্পর্কিত।
জ। সাহিত্যিক ছড়া।

কারো মতে আবার ছড়া প্রধান দুটিভাগ হল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। এই ধরনের আলোচনাগুলি মাথায় রেখে আমরা ছড়ার বিষয়গত বর্গীকরণকে নিম্নরূপভাবে একটি সারণীর সাহায্যে তুলে ধরতে পারি ঃ—

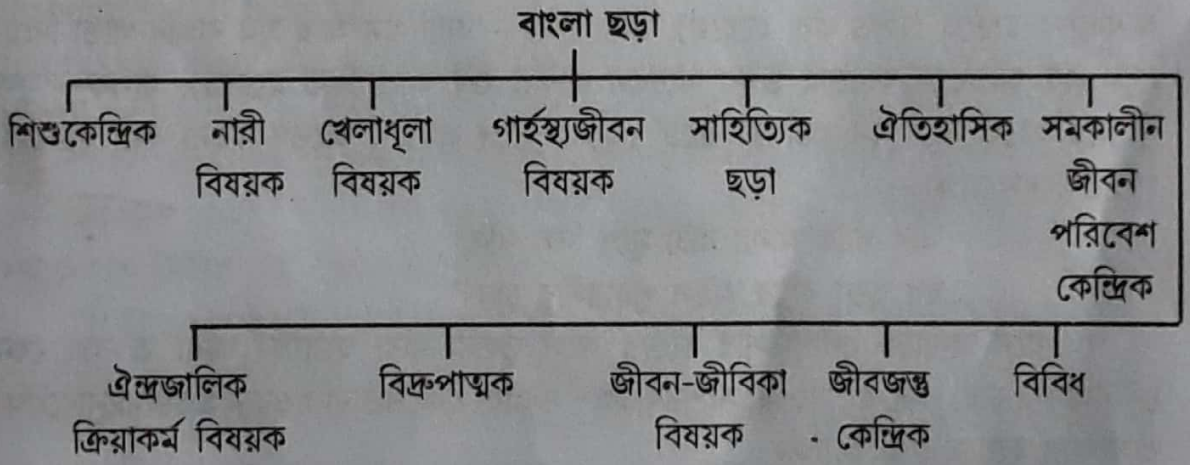

এবারে আমরা ছড়ার ছন্দ-অলংকার-চিত্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। কোন্ ভুলে যাওয়া কালে উৎসারিত ছড়া আজও বাংলা কাব্য সাহিত্যে তার ছন্দোগত প্রভাবের দিকটিকে অক্ষুন্ন রেখেছে। বিশ শতকে সত্যেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বস্তুত ছড়ার ছন্দকেই বাংলা কবিতায় প্রাচীনতম ছন্দরূপ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ছড়ার এই বিশেষ প্রকার ছন্দরূপকে ছান্দসিকগণ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

"....দলবৃত্ত ছন্দ বাংলার নিজস্ব ছন্দ, তার উদ্ভব পূর্ব ভারতে। ছন্দ বিজ্ঞানীরা তার নানা লৌকিক উৎস অনুমান করেছেন—সাঁওতালী গানের তাল ও তার সঙ্গী নাচের ছন্দ; বাংলার ঢাকের বাজনা, নানান খেলাধূলা, ছাদ-পেটাইয়ের ছন্দ ইত্যাদি।.....এসব ছাড়াও ছেলে ভুলানো ছড়া, 'মেয়েলি' ছড়া, খেলাধূলার ছাড়া, নানা প্রবাদ প্রবচন, রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথার অন্তর্গত ছড়া, হেঁয়ালি ও ধাঁধা, হিন্দু বিয়েবাড়িতে নাপিতদের ছড়া, ছেটোপদ্য, পল্লিগীতির মধ্যে বাউল, ভাদু-টুসু,.....লৌকিক মন্ত্রতন্ত্র—সকলেরই ছন্দ এই দলবৃত্ত।"

আমরা লৌকিকছড়ার বিশেষ ছন্দ রূপটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নির্দেশ করতে

Scanned with CamScanner

পারি।—

প্রথমত, এই ছন্দের প্রতিপর্বের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে।

যেমন ঃ—ঘুম পাড়ানী | মাসিপিসি | আমার বাড়ী | যেয়ো।

দ্বিতীয়ত, এই ছন্দে মুক্ত কিংবা রুদ্ধ প্রতিটি দলেই একমাত্রা থাকে।

তৃতীয়ত, দলবৃত্তের চতুর্দলীয় পূর্ণপর্ব সাধারণভাবে রুদ্ধ ও মুক্ত দলের সম্মিলিত চারটি দলের গুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয়।

চতুর্থত, মৌখিক ভাষার ছন্দ হওয়ার কারণে এই ছন্দে দলসংখ্যা কম হলেও আবেগও অর্থের দ্বারা এর দল প্রলম্বিত হয়ে পূর্ণপর্বের আয়তন পেতে পারে।

পঞ্চমত, ছড়ার ছন্দে প্রতিছত্রে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণপর্ব প্রচলিত রূপগুলিতে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

ষষ্ঠত, এই ছন্দে অতিপর্বের ব্যবহার মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। ছড়ায় বিশেষত্ব পূর্ণ ছন্দের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় অলংঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন রূপক—'তুই আমাদের খোকন সোনা' (খোকন ও সোনার মধ্যে অভদ কল্পনা করা হয়েছে), যমক—'চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা' (প্রথম 'চাঁদ' শব্দটিতে শিশুকে বোঝান হয়েছে, দ্বিতীয় 'চাঁদ' শব্দে আকাশের চন্দ্রকে ইঙ্গিত করা হয়েছে), সমাসোক্তি—'আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে' (ঘুম এই অচেতনে অবস্থায় উপর সচেতন প্রাণীর গুণ আরোপিত হয়েছে), রূপক—'ফুল ফুট্যাছে লাখে লাখে মন ভোমরা উড়ে' (মনের সঙ্গে ভ্রমরার অভেদ কল্পনা করা হয়েছে), প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—

'এর পরে আন্যা বাটা মুখে দিল পান,
ঘর তনে বাইর অইল পুন্নমাসীর চান।'

(এখানে কন্যাকে পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কন্যা ত নয়, যেন পৌর্ণমাসীর চন্দ্র, কিন্তু এই সংশয়, সংশয়বাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশিত না হওয়ায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে), ব্যতিরেক—

'সাজিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আরের নীচে যায়।'

(এখানে উপমেয় কন্যার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে, উপমান চান সুরুজের তুলনায়, তাই ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে), লুপ্তোপমা → 'সোনা মুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে' (সোনারমত মুখ বোঝানো হয়েছে, এখানে উপমেয় মুখ, উপমান সোনা, সাধারণ ধর্ম সৌন্দর্য, কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' অনুপস্থিত) ইত্যাদি।

ছড়ার বৈশিষ্ট্যে আমরা শব্দ প্রয়োগের বিচিত্র রূপের সন্ধান পেয়েছি তার সঙ্গে এই জাতীয় অলংকার গুলির প্রয়োগে ছড়ার জগৎ হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। অবনীন্দ্রনাথের ভাবনার সূত্র ধরে বলা যায় ছড়া যেন ক্যালিডোস্কোপ। এতে যেমন একটি চোঙের মধ্যে কয়েকটি কাঁচখণ্ড নিয়ে যেমন খুশি ঘোরালেই একটি নয়নমোহন Figure পাওয়া যাবেই, ছড়াতেও তেমনি। তাই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন পংক্তি গুলিও একটি রস বা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, আর একটি সৃষ্টির পূর্ণতা আছে বলেই তা সম্ভব। আমরা ছড়ার চিত্রকল্পের আলোচনায় প্রথমে 'চিত্রকল্পের' দিকটিকে স্পষ্ট করে নিলে ছড়ার ক্ষেত্রে তার প্রতিরূপ আবিষ্কার করতে সুবিধা

Scanned with CamScanner

হবে।

ইংরেজী Image শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় চিত্রকল্প শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও একে রূপকল্প, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। যে নামেই অভিহিত করা যাক, শব্দটির মধ্যে দুটি রূপ খুবই স্পষ্ট—'চিত্র' এবং 'কল্প'। 'চিত্র' অর্থে যে কোন ছবিকেই নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু 'কল্প' শব্দটির অর্থ কি? 'কল্প' আসলে 'কল্পনা' শব্দরেই খণ্ডিত প্রয়োগ। সে অর্থে Image শব্দটি ও 'Imagination' শব্দের হ্রস্ব প্রয়োগ বলা যেতে পারে। সংস্কৃতে কল্প বলতে 'মনে হওয়া', 'ভ্রম', 'অনন্ত' ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং বলা যায়, 'চিত্রকল্প' বা 'Imagery' শুধু বাক্‌গত নয়, তা কবির মনন কল্পনা বৌদ্ধিক ভাবনার বিচিত্র রামধনুতে সমস্ত কবিতাটির আকাশে আঁকা হয়ে যায়, তা সময় সময় কোন একটি শব্দ চিত্রেরআধারে রসায়িত হতে পারে আবার অনেকগুলি চিত্রের সমবায়ে একটি রূপের মধ্যে একটি emotional logic-এর বর্ণালিম্পনে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। এইজন্য Image অথবা চিত্রকল্প কল্পনার সৌষম্য কলার (Harmonious Faculty of Imagination) পরিচায়ক।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করতে পারি সমালোচক Richard Harter Fogle-এর একটি উক্তি—"Imagery-----is the experession of sense experience channelled through sight, hearing, smell, touch, and taste, through these channels impressed upon the mind, and setforth in verse in such fashion as to recall as vividly and faithfully as possible original sensation."। অনুভূতির এই প্রকাশে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে পারিপার্শ্বিক নানা বস্তুর সাধর্ম্য ও তুলনা। বস্তুত শব্দ-ছন্দ-অলংকার যোগে ছবির প্রতিভাসকে স্পষ্ট করাই কবিতায় চিত্রকল্পের কাজ। পাশ্চাত্য সমালোচক সিসিল ডে. ল্যুইস-এর ভাষায়—

"It (Imagery) is a picture made of word." তিনি আরো জানিয়েছেন—"An epithet, a Metaphor, a simile may creat an image." জীবন থেকে উত্থিত সামগ্রিক মনের ফসল ছড়ায় অভিজ্ঞতা, অনুকরণের পথ বেয়ে জীবনের বিচিত্র দিক উপমা-রূপক-প্রতীকের সহযোগে চিত্ররূপময় হয়ে প্রকাশিত। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে পারি। একটি ছড়ায় পাওয়া যায়—

"পুঁটু আমার মেঘের বরণ
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ।
চাঁদ বলে ধায় চকোরিনী
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী।
পাড়ার রূপ পুঁটুর রূপ
কে দেখবি দেখ্‌সে আয়
নবঘন মিশেছে তায়।"

এই ছড়াটিতে একলহমায় প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি তুলনায় মাতৃমনের অতলান্তিক গহনে লুকিয়ে থাকা স্নেহরসে আঁকা হয়ে যায় মেঘবরণ কৃষ্ণকায় কন্যার অসীম রূপের মূর্তি, শুধু তাই নয় বাংলার শ্যামলবক্ষে ধূলিমলিন শিশুর সরল অখণ্ড সৌন্দর্য যেন প্রশস্ত হয়ে প্রতিটি মানুষের মনের কোনায় জায়গা করে নেয় এক নিমেষে। এইভাবে ছড়াটি হয়ে ওঠে এক অখণ্ড ভাবকল্পনার মূর্ত চিত্র। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ছড়ায় ব্যবহৃত image গুলি একেবারে

Scanned with CamScanner

মৃত্তিকাশ্রয়ী। যেমন—

'জ্যোৎস্না রাতে ফটিক ফোটে, কদম তলায় কে রে?'—জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফটিকের এই বিচ্ছুরণের তুলনার ফলে একটি চমৎকার ছবির জন্ম নিয়েছে। পক্ষী রূপিণী ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীর উপরেই পক্ষীরূপ শিশুর নিদ্রার ভাব অর্পন করা হয়েছে ঘুম পাড়ানী ছড়া গুলিতে। কাজেই সেই সূত্রে তাদের জীবন ঘন চিত্রগুলি একে একে হাজির হয় ছড়ার মধ্যে। যেমন একটি ছড়ায় রয়েছে—

"খোকন খোকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর,
খোকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড়।"

এইভাবেই ছড়ার রাজ্যে সহজ স্বাভাবিক জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা-অনুভূতি স্রোত আমাদের ইন্দ্রিয় গুলিতে অজুতবর্ণের ছটা সৃষ্টা করে—তৈরি হয় জীবন সম্পৃক্ত অভাবনীয় সব চিত্রকল্প।

পরিশেষে ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্যের অন্যান্য রূপরীতির একটি তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে লৌকিকছড়া প্রসঙ্গে আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারে। এই পর্বের আলোচনার প্রথমেই বলা যায় লোকসংস্কৃতির স্বভাবধর্মের অন্তবৈশিষ্ট্যে এর প্রতিটি শাখার সঙ্গে যেমন অন্যান্য বিদ্যাশৃংঙ্খলার নিকট সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনি আবার এর নিজস্ব বিষয়গুলির মধ্যেও একটা সম্পর্কের দিক আছে, যদিও পার্থক্যের দিকটিও সুস্পষ্ট।

প্রথমেই আমরা আলোচনা করতে পারি লোকসঙ্গীতের কথা। লোকসঙ্গীত ও ছড়া আঙ্গিকের দিকথেকে অনেকটা সমধর্মী কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ছড়া মৌখিক আবৃত্তি করা হয় অন্যদিকে লোকসংগীত সুরও তাল সহযোগে গাওয়া হয়। আবৃত্তির ক্ষেত্রে ছড়ায় যে সুরতাল ব্যবহৃত হয় তা কবিতার সুর-তাল। অবশ্য কোন কোন ছড়া সুর করে গানের মত গাওয়াও হয়; তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। ছড়ার আবৃত্তিতে কোন বাদ্যযন্ত্র লাগে না কিন্তু কোন কোন লোকসংগীতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ছড়া সুরের দিক থেকে বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু সংগীতের সুর বৈচিত্র্যময়। লোকসংগীতের পর আসে ধাঁধার প্রসঙ্গ। কবিতার আঙ্গিকগত তথা গঠনগত দিক থেকে ছড়ার সঙ্গে ধাঁধার নিকট সম্পর্ক রয়েছে। এমন কি কিছু ধাঁধা ছড়ার আকারেই রচিত। যেমন—'বেগুন' সম্পর্কিত একটি ধাঁধায় রয়েছে।

'এতটুকু ডালে
কেষ্ট ঠাকুর দোলে।'

তবে পার্থক্যের দিকটি হল ছড়া ছন্দে রচিত কিন্তু ধাঁধারপ্রতিপদেই যে মিল বা ছন্দ রক্ষা করা হয় তেমন নয়। আবার নৃতাত্ত্বিক দিকের বিচারে ছড়া ও ধাঁধা উভয়ের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ধাঁধার যেখানে কল্পনা শক্তির প্রাধান্য ছড়াতে সেখানে ভাববিলাসিতাই প্রধান। প্রশ্নমূলকতা ধাঁধার প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য ছড়ার ক্ষেত্রে সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। আঙ্গিকের দিক থেকে ছড়া রচিত হয় পদ্যে কিন্তু ধাঁধা গদ্যেও রচিত হতে পারে। তবে ভাবলোকের শব্দ-বর্ণনার চিত্র সৃষ্টিতে ছড়া ও ধাঁধা উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ছড়ার সঙ্গে লোকসাহিত্যের অপর বিষয়গুলির প্রতিতুলনায় আর একটি প্রকরণের নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে সে হল প্রবাদ। প্রবাদ দীর্ঘজীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ—'A proverb is a short sentence based on long experience.' কিন্তু ছড়ার ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতার দিকটি প্রকাশ পেলেও ছড়ার মধ্যে আবেগ ও কল্পনাধিক্য একে প্রবাদের মত 'short sentence'-এ পরিণত করতে পারেনি। প্রবাদের ও ছড়ার প্রয়োগকারীরূপে নারীর প্রাধান্য রয়েছে কিন্তু ছড়া শিশুরও অত্যন্ত প্রিয়। অপরদিকে প্রবাদের ব্যবহারকারী জীবন-অভিজ্ঞ নারী। শিশুকণ্ঠে প্রবাদবাক্য বেমানান। প্রবাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতা ছড়ার ক্ষেত্রে কাম্য নয়। প্রবাদে যেখানে মানুষের অসঙ্গতির দিককে আঘাত করা হয়, ছড়া সেখানে এর রসাস্বাদনকারীকে আঘাত করে না। প্রবাদের মধ্যে দার্শনিক সত্য বা পরম সত্য তথা ultimate truth প্রকাশ না পেলেও দশজনের অভিজ্ঞতামূলক সত্য তথা আপেক্ষিক সত্যকে উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু ছড়ার মধ্যে কল্পজগতের ভাবকেও শব্দ-ছন্দে গ্রথিত করা হয়। তবে জীবনচিত্রের রূপায়ণ ও সার্বজনীন ভাব প্রকাশে লোকসাহিত্যের অন্যান্য রূপরীতির মত প্রবাদের সঙ্গেও ছড়ার সমধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত লোক সাহিত্যের সমস্ত উপকরণ গুলিই বাহ্যত কিছু বিশেষ গুণে পৃথক হলেও অন্তর স্বভাবে তারা লোকমানসের জীবন সম্পৃক্ত, জীবন থেকে উত্থিত জীবনমুখী ফসল হওয়ার কারণ জীবন ভাবনার প্রকাশ তথা জীবনাবেদনের ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন ভূমিকাই পালন করে থাকে—আঞ্চলিক হয়েও তারা তাই বিশ্বজনীন আবেদনে ঋদ্ধ। লৌকিক ছড়াগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।।

তথ্য সহায়িকা ঃ

—ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক